গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

ফেব্রুয়ারি/২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	মোঃ আরিফুর রহমান অপু। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়ঃ	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯; বেলা ১১:০০ টা.
সভার স্থানঃ	খাদ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষ।
সভার উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। ডিসেম্বর, ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর এজেন্ডা অনুযায়ী অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) সভার কার্যক্রম তুলে ধরলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১।	পরিদর্শন	ক) সভার শুরুতে পরিদর্শন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহীর পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী পরিদর্শনকালে বিভিন্ন এলএসডিতে চালের মান মোটামুটি ভাল দেখেছেন; কোন কোন এলএসডির চালে বিবর্ণ ও মরা দানার আধিক্য লক্ষ্য করেছেন। সংগ্রহের মানের বিষয়ে আলোচনা হয়। সংগ্রহের নীতিমালার আলোকে বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কোনভাবেই সংগ্রহের মানের ক্ষেত্রে আপোষ না করার জন্য বলা হয়। সংগ্রহের মান বজায় রেখে সংগ্রহ নিশ্চিত করতে দায়ীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।	ক) (i) সংগ্রহ নীতিমালার আলোকে অবশ্যই বিনির্দেশসম্মত চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে। (ii) বিনির্দেশ বহির্ভূতভাবে চাল সংগ্রহের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাৎক্ষনিক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল পরিদর্শনকালে পটুয়াখালী জেলায় গলাচিপা এলএসডি'র ৫৫নং খামালের চালের নমুনায় বিবর্ণ ও মরা দানার আর্ধিক্য; কালাইয়া এলএসডি'র নতুন সরবরাহকৃত আর্দ্রতামাপক যন্ত্র খারাপ এবং তালতলী এলএসডিতে বিধি বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত পরিমাণ চাল খামালজাত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগহের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। দ্রুততার সাথে আর্দ্রতামাপক যন্ত্র সচল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়।	খ) (i) পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা ও তালতলী এলএসডি'তে বিনির্দেশ বহির্ভূতভাবে চাল সংগ্রহ ও খামালজাতকরণের সঙ্গে জড়িত/দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ii) পটুয়াখালী জেলার কালাইয়া এলএসডি'র আর্দ্রতামাপক যন্ত্র সচল রাখার প্রয়োজনীয় পদেক্ষেপ নিতে হবে।	
		গ) পরিদর্শন জোরদার করতে ও কার্যকরী পরিদর্শন করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সংগ্রহের মানের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের অবস্থা জিরো টলারেন্স মর্মে পরিস্কার জানিয়ে দেয়া হয়। ওজন, মান, মজুতের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।	গ) (i) সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিদর্শন জোরদার করতে হবে ও কার্যকরী পরিদর্শন করতে হবে। (ii) সংশ্লিষ্ট সকলকে সংগ্রহের ওজন, মান, মজুত সবদিকে নজরদারি বাড়াতে হবে।	

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
২।	মামলা ও আইনগত কার্যক্রম	মামলাসংক্রান্ত ডাটাবেজ হালনাগাদ করন সাপেক্ষে খাদ্য বিভাগের জমিজমাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর তদারকী জোরদার করা আবশ্যক । এ বিষয়ে একটি হালানাগাদ তালিকা তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার ব্যাপারে আলোচনা হয় ।	জমিজমা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলার তালিকা তৈরী করে আইন উপদেষ্টার দপ্তরের প্রেরণ করতে হবে ।	পরিচালক(সকল)/ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ সিস্টেম এনালিস্ট।
৩।	খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম	সভায় অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০১৮-১৯ বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় আমন ২০১৮ -১৯ মৌসুমে ৮.০০ লাখ মে:টন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সারাদেশে চালকল মালিদের সাথে সম্পাদিত ৬,৯৯,৯৩৪ মে:টন চালের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে ৬,১৫,৩১৫ মে:টন চাল সংগৃহীত হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মিলারদের অনুকূলে অবরাদ্দকৃত চালের বরাদ্দ প্রদান ও বরাদ্দকৃত সমূদয় পরিমাণ চাল সংগ্রহের বিষয়ে জোরালো তৎপরতা গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থিত সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে বলা হয়।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অবশিষ্ট অবরাদ্দকৃত চাল মিলারদের মাঝে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। (খ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৮.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চালের সমূদয় পরিমাণ চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ।
৪।	খাদ্যশস্য চলাচল	(ক) পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন বিষয়ে পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট বিভাগ হতে ১৫/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এবং ঢাকা ও রংপুর বিভাগ হতে ৩১/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। কোন গড় মিল পাওয়া যায়নি।	(ক) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ই-মেইল/ফ্যাক্স এ যথাসময়ে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ।
		(খ) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, চলাচল সূচির মেয়াদ ১(এক) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর অপরিবহিত খাদ্যশস্যের জন্য নতুন চলাচল সূচি জারির ব্যবস্থা গ্রহণসহ সড়ক ও নৌ-পথে খাদ্যশস্য পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদারদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।	(খ) চলাচল সূচির মেয়াদ ১(এক) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর নতুন চলাচল সূচি জারির চলমান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চসসা।
		গ) i) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, সদ্য সংগৃহীত আমন চাল কোন অবস্থাতেই বিলি বিতরণ করা না হয় সে জন্য সিএসডি/এলএসডিভিত্তিক মনিটরিং করার জন্য সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের অত্র দপ্তরের ১৫/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৪৩ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর সদ্য সংগৃহীত আমন চাল বিলি বিতরণ না করার জন্য এবং খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির জন্য বোরো/১৮ চাল পর্যাপ্ত মজুত রাখার জন্য ০৭/০২/২০১৯ খ্রি. তারিখের ১০৬ নং স্মারকে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া সদ্য সংগৃহীত আমন চাল বিভাগের বাহিরে প্রেরণের লক্ষ্যে ৭(সাত) দিনের মধ্যে বিভাগ ও মাসভিত্তিক (জানু/১৯ ও ফেব্রুয়ারি/১৯) সংগ্রহ ও সম্ভাব্য চলাচল পরিকল্পনা প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে পাওয়া চলাচল পরিকল্পনা অনুযায়ী চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ হতে চলাচল সূচি জারি অব্যাহত রয়েছে।	গ) i) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সদ্য সংগৃহীত আমন চাল কোন অবস্থাতেই বিলি বিতরণ করা না হয় সে বিষয়ে সিএসডি/ এলএসডি ভিত্তিক মনিটরিং অব্যাহত রাখবেন।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ii) সংগ্রহ সফল করার জন্য খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্বে সংগৃহীত চাল সরানোর লক্ষ্যে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/খুলনা/সিলেট/ বরিশাল কে চালের চাহিদা প্রেরণ করার জন্য অত্র দপ্তরের ০১/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখের ০৩ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর সংশ্লিস্ট বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ হতে বোরো/১৮ চালের চলাচল সূচি জারি করা হচ্ছে।	ii) সংগ্রহ সফল করার জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তার বিভাগের বোরো/১৮ চালের চাহিদা খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।	
		(ঘ) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো জানান যে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের চাহিদা অনুযায়ী চলাচল সূচি প্রণয়ন অব্যাহত রয়েছে। চলাচল নীতিমালার ৪.৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসরণপূর্বক খাদ্যশস্যের কেন্দ্র পরিবর্তন এবং অধিদপ্তরকে পূর্বে অবহিত না করে খাদ্যশস্যের প্রাপক কেন্দ্র পরিবর্তন না করার জন্য চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ ২০/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৯৫৩ নং স্মারকে সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের অনুরোধ করা হয়েছে।	ঘ) চলাচল নীতিমালার ৪.৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসরণপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের কেন্দ্র পরিবর্তন করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		(ঙ) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, পথখাতে খাদ্যশস্যের প্রকৃত পরিমাণ নিরুপণের লক্ষ্যে চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৯৪০(৭৯)নং এবং ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৯৪১(৭৯) নং স্মারকে নির্দেশনার আলোকে প্রতিমাসে ৫(পাঁচ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পথখাতের তথ্য 'ক' ও 'খ' ছক পূরণপূর্বক প্রেরণ নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কোন বিভাগ হতে 'ক' ও 'খ' ছক পূরণপূর্বক পথখাতের তথ্য/ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়নি।	(ঙ) পথখাতের বিষয়টি জেলা/ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা করে প্রতিমাসে ৫(পাঁচ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পথখাতের প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক-চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		চ) নবনির্মিত সান্তাহার ওয়ারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কীত গঠিত কমিটির পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন না পাওয়ায় জরুরিভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৫/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখের ০৩ নং স্মারকে কমিটির আহবায়ক/সভাপতিকে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এছাড়া ওয়ারহাউজ থেকে খাদ্যশস্য বিতরণকালে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আদ্রতায় বিলি-বিতরণ (ডেলিভারি) করার জন্য চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৫/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখের ০৪ নং স্মারকে সাইলো অধীক্ষক, সান্তাহারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	চ) দ্রুত গঠিত কমিটিকে নবনির্মিত সান্তাহার ওয়ারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কীত পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা প্রদান করতে হবে।	চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো; সাইলো অধীক্ষক, সান্তাহার; সান্তাহার ওয়ারহাউজে খাদ্যশস্য মজুত, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সম্পর্কীত গঠিত কমিটি।
		ছ) i) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা/রাজশাহী/রংপুর স্থানীয় রেল বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক রেল সংযুক্ত এলএসডি/ সিএসডি/সাইলোর রেল সাইডিং মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ০২/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৯৬৯ নং স্মারকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি রেল সাইডিং	ছ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা/রাজশাহী/রংপুর স্থানীয় রেল বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক রেল সংযুক্ত এলএসডি/সিএসডি/ সাইলোর রেল সাইডিং মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;	মহাপরিচালক, পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো; আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ সিলেট/খুলনা/ রাজশাহী/রংপুর

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		মেরামত না হওয়ায় জরুরিভিত্তিতে মেরামত করার জন্য চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৫/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৪৪ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট বিভাগের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তার বিভাগের রেল সাইডিং এর এলএসডি/সিএসডি/সাইলোভিত্তিক বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পরবর্তী মাসের মাসিক সমন্বয় সভার প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগের ১৫/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৪৫ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ii) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে কে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সরকারি খাদ্যশস্য পরিবহণকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক সরকারি জরুরি খাদ্যশস্য সাশ্রয়ী ও নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থা সুগম করার লক্ষ্যে খুলনা সিএসডি ও মহেশ্বরপাশা সিএসডির সংযুক্ত রেল সাইডিং এবং সংযুক্ত এলএসডি/সিএসডি/ সাইলোসমূহের সাইডিং জরুরিভিত্তিতে মেরামত ও সংস্কার, ইঞ্জিন ও ফুডফিট ওয়াগন সরবরাহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য ১৫/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৪১ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করেছেন। এছাড়া এ বিষয়ে অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও মহাপরিচালকের সাথে রেল সাইডিং মেরামতের বিষয়ে অনুরোধ করা হলে তাঁরা খুলনা সিএসডির জন্য ৬.৮৭ কোটি টাকা প্রয়োজন মর্মে এস্টিমেট দ্রুত খাদ্য অধিদপ্তরকে প্রেরণ করবেন মর্মে জানান। শিঘ্রই এস্টিমেট পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যায়।		
৫।	বেসরকারি পর্যায়ে গুদামের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা এবং গুদামে মজুত খাদ্যশস্য পরিবীক্ষণ	(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী আমদানিকারক, পাইকারী ও খুচরা খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এবং চালকল মালিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে পাক্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে একীভূত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) নির্ধারিত ছক মোতাবেক লাইসেন্স ও মজুত সংক্রান্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইপূর্বক নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		(খ) খাদ্যশস্য লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইসেন্সবিহীন সকল ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(খ) জেলা/উপজেলা পর্যায়ে লাইসেন্সের আওতায় আসার যোগ্য ব্যবসায়ীদের তালিকাসহ প্রতিবেদন অবিলম্বে সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগে প্রেরণসহ লাইসেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	ওএমএস কার্যক্রম	ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে চলমান ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকি করতে হবে। মাঠ পর্যায় হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ যে পরিদর্শন প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি এবং ওএমএস এর বিষয়েও উল্লেখ থাকতে হবে। কোথাও কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে মার্চ-এপ্রিল'১৯ প্রান্তিকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রমের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের যথাসময়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	বাজারদর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	আটার বাজার দর নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূবর্ক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করতে হবে। চলমান ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় আটা বিক্রয় কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৬।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কার্যাদি	ক) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ বলেন যে, ১৯৭০ সালে ৫টি সাইলো নির্মিত হওয়ার পরে ১৯৯৯/২০০০ সালে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও সান্তাহার সাইলো আংশিক বিএমআরই করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সকল সাইলোর হপার স্কেল ও জেটি, বিভিন্ন ধরণের কনভেয় মেরামত ও ব্যাগিং হাউজের সংস্কার প্রয়োজন।	ক) সাইলোসমূহের বিএমআরই করার ব্যাপারে পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া উক্ত বিভাগ হতে সকল সাইলোর বিভিন্ন সংস্কার/মেরামত নিয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ/সকল সাইলো অধীক্ষক/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		খ) মোংলা সাইলোর স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং পুরা পার্টসের নামসহ বিনির্দেশ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগে প্রেরণের জন্য সাইলো সুপার মোংলাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	খ) মোংলা সাইলোর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টসের তালিকা পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের প্রেরণ করতে হবে।	
		গ) বিভিন্ন সিএসডি, এলএসডি ও সাইলোতে প্লাষ্টিকের ডানেজ সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ডানেজের চাহিদা বেশি থাকায় পউকা বিভাগ হতে বেশি পরিমান ডানেজ ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	গ) বর্তমানে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে ৫০০০ পিস ডানেজ ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ডানেজের আংশিক পরিমান বিভিন্ন এলএসডি সিএসডিতে বিতরণ করা হয়েছে। গুদামে রক্ষিত খাদ্যশষ্যের গুনাগুন স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ ডানেজ (প্লাস্টিক) ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
		ঘ) চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের সাথে সাইলো সুপারকে যোগাযোগ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ঘ) চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে সাইলো সুপারকে বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ পূর্বক অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	
৭।	অভ্যন্তরীণ অডিট	ক) Audit Managment Software এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নিমিত্তে প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিভাগ নতুন ল্যাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।	ক) প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা মোতাবেক প্রশিক্ষণ বিভাগ দ্রুত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।	পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ
		খ) সফটওয়ার প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিভাগ ও সিস্টেম এনালিষ্ট সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করবেন।	খ) সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ বিভাগ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ ও সিষ্টেম এনালিষ্ট

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		গ) প্রতিমাসে উত্থাপিত নতুন আপত্তি প্রতি মাসেই সফটওয়ারে আপলোডকরণ অব্যাহত আছে। ফেব্রুয়ারি মাসে ১৩২টি আপত্তি আপলোড করা হয়েছে।	গ) ২০১৮-১৯ সন হতে উদ্ভুত নতুন আপত্তিসমূহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		ঘ) ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩-১৪/২/২০১৯ তারিখে সিলেট বিভাগের সভা সম্পন্ন হবে এবং দ্রুত খুলনা ও বরিশাল বিভাগে সভা সম্পন্নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।	ঘ) অবিলম্বে খুলনা ও বরিশাল বিভাগে দ্বি-পক্ষীয় সভা সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক (সকল) আখানি (সকল), অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		ঙ) এ মাসে ঢাকা বিভাগ হতে ৬টি, চট্টগ্রাম বিভাগ হতে ৫টি, রাজশাহী বিভাগ হতে ০৯টি, সর্বমোট ২০টি বিএসআর পাওয়া গেছে। খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগ হতে কোন বিএসআর পাওয়া যায়নি। জানুয়ারি/১৯ মাসে ৬৯টি আপত্তি সংযোজন ও ১৩২টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ৪১,৮৯২টি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে ।	ঙ) অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি বিভাগ হতে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করতে হবে। আপত্তি নিষ্পত্তি ও ব্রডশিট জবাব প্রাপ্তির সংখ্যা প্রতি সভায় অবহিত করতে হবে।	আখানি (সকল),
৮।	বাণিজ্যিক অডিট	ক) সাধারণ আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জানান যে, সভায় সুপারিশ করা অনুচ্ছেদের জারীপত্র সময়মত পাওয়া যায় না ।	ক) দ্বি-পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। সভার কার্যপত্রে সকল প্রমাণক সুচারুভাবে সংলগ্নি করে সংযুক্ত করতে হবে যেন জারীপত্র দ্রুত পাওয়া যায়।	১। সকল পরিচালক, সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ।
		খ) অতিরিক্ত পরিচালক সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায় হতে আশানুরূপ ব্রডশীট জবাব পাওয়া যাচ্ছে না । বিশেষত: খসড়া ও সংকলন অনুচ্ছেদের জবাব পাওয়াই যায় না।	খ) কোন ভাবেই যেন আশানুরূপ জবাব প্রেরণ না করার হেতু আপত্তি সমূহ পরবর্তী ধাপে উন্নীত না হয় সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০টি অগ্রিম/ খসড়া/ সংকলন ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল ও সিলেট প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন ।	২। সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৯।	বিবিধ (APA, ই-ফাইলিং, সামাজিক-যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য)	**PIMS Software** খাদ্য অধিদপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্থাপনা হতে নিয়মিতভাবে PIMS Software হালনাগাদ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	খাদ্য অধিদপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্থাপনায় নিয়মিতভাবে PIMS Software হালনাগাদ করতে হবে।	সকল কার্যালয়।
		মাঠ পর্যায়ে ই-নথি বাস্তবায়ন- মাঠ পর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা হয়। ই-নথি কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য জোর দেয়া হয়। আবশ্যিকভাবে ই-নথি বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	মাঠ পর্যায়ে আবশ্যিকভাবে ই-নথি বাস্তবায়ন করতে হবে। যে সকল জেলা ই-নথিতে কার্যক্রম শুরু করেছেন তাদের তালিকা প্রেরণ করতে হবে এবং যে সকল জেলা এখন পর্যন্ত ই-নথিতে কার্যক্রম শুরু করেননি দ্রুততম সময়ের মধ্যে ই-নথির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

ক্র.নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		আখানি, জেখানি ও উখানি দপ্তরে ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ- মাঠ পর্যায়ের ওয়েব সাইটসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে নিয়মিত হালনাগাদ করতে বলা হয়। মাসিক সমন্বয় সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী, সংগ্রহ, মিলার তালিকা, ও খাদ্যবান্ধব ভোক্তাদের তালিকাসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিয়মিত স্ব স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	মাঠ পর্যায়ের ওয়েব সাইটসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। মাসিক সমন্বয় সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী, সংগ্রহ, মিলার তালিকা, ও খাদ্যবান্ধব ভোক্তাদের তালিকাসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিয়মিত স্ব স্ব কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		ই-জিপি ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সকল আখানি ও সাইলো কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মকর্তা কর্মচারীদের ই-জিপিতে ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ে ১০-১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।	আগামী অর্থবছর হতে ই-জিপিতে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নসহ ই-জিপি মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে।	সকল আঞ্চলিক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
১০।	শুদ্ধাচার	ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৩য় কোয়ার্টারের (জানুয়ারি-মার্চ, ১৯) প্রতিবেদন আগামী ০২/৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য বলা হয়। যাতে সঠিক সময়ে শুদ্ধাচার প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যায়।	ক) ৩য় কোয়ার্টারের শুদ্ধাচার প্রতিবেদন ০২/৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে সঠিক সময়ে শুদ্ধাচার প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যায়।	সকল পরিচালক/ অতিরিক্ত পরিচালক/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সাইলো অধীক্ষক

আর কোন আলোচনা না থাকায় মহাপরিচালক, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৮৪৮৩৪
dg@dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০১.১৪.(অংশ-১). ৫৫৬(৩০) তারিখঃ২৯/৩/২০১৯ খ্রি.।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিঃ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। পরিচালক, প্রশাসন/সবধি/চসসা/পউকা/সংগ্রহ/প্রশিক্ষণ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
৮। অতিঃ পরিচালক, প্রশাসন/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্রগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১০। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ফোন-৯৫৬১২০৯
dd.est@dgfood.gov.bd